প্রথম আলো

পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ... 13 MAR 2013

# আইডিয়ালে দেড় হাজার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি!

মোশতাক আহমেদ ●

রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে চলতি শিক্ষাবর্ষে বিজ্ঞাপিত আসনের বাইরে দেড় হাজার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। তদবিরের মাধ্যমে এবং টাকার বিনিময়ে এসব শিক্ষার্থীর বেশিরভাগই ভর্তি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিদ্যালয়ের অভিভাবক ও শিক্ষকেরা।

নীতিমালা ভেঙে আওয়ামী লীগের পাশাপাশি বিএনপির কয়েকজন নেতার সুপারিশে এই ভর্তি হয়েছে। শিক্ষা প্রশাসনের কোনো কোনো কর্মকর্তাও সুপারিশ করে ভর্তি করিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

অতিরিক্ত ভর্তির বিষয়টি স্বীকার করে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম *প্রথম আলোকে* জানান, পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে।

## দুই মাস পর ক্লাস শুরু হবে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, গত শিক্ষাবর্ষে এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণীতে এক হাজার ৫৫০ জন অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়। এবারও ওই প্রতিষ্ঠানে আসনের দ্বিগুণ শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে।

বিদ্যালয় সূত্র জানায়, শুক্রবার অতিরিক্ত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যেতে বলা হয়েছে। ওইদিন তাদের কোন কক্ষে, কীভাবে ক্লাস হবে, সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার কথা।

শিক্ষাবর্ষ শুরুর দেড় মাস পর গত ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এর মধ্যে মূল শাখা মতিঝিলেই সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। শিক্ষকেরা জানিয়েছেন, বনশ্রী শাখায় ৬৫০ থেকে ৭০০-র মতো শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। আর মূল শাখায় কেবল ইংরেজি ভার্সনেই প্রায় ৪৫০ শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। তবে প্রকৃত তথ্যটি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই জানাতে চাচ্ছে না। খোদ অধ্যক্ষই বলেছেন, সঠিক তথ্য তিনি বলতে পারবেন না।

শিক্ষক ও অভিভাবকেরা অভিযোগ করেছেন, সুপারিশের পাশাপাশি পরিচালনা কমিটির সঙ্গে যুক্ত এবং স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত কিছু ব্যক্তি টাকার বিনিময়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করিয়েছেন। একেকটি ভর্তিতে দুই থেকে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কায় অভিভাবকেরা নাম বলতে রাজি হননি।

বিদ্যালয়গুলোতে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তির অভিযোগ ওঠায় এবারের নীতিমালায় স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছিল, প্রতিষ্ঠানের প্রধানেরা নিজ প্রতিষ্ঠানের শূন্য আসনসংখ্যা উল্লেখ করে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন। অর্থাৎ এই শূন্য আসনের বাইরে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। কিন্তু আইডিয়াল স্কুল কর্তৃপক্ষ গোপনে নীতিমালা ভঙ্গ করে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে।

গত ১৩ নভেম্বর জারি করা নীতিমালা অনুযায়ী, ভর্তি নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটানো হলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি বা স্বীকৃতি বাতিলসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বাতিল করা হবে।

জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী শূন্য আসনের চেয়ে কোনোভাবেই অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা উচিত নয়। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।'

বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক দুঃখ করে বলেন, পরিচালনা কমিটির কারণেই এভাবে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হয়। নামকরা এই প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মান নেমে যাবে বলেও আশঙ্কা তাঁর।